ইত্তেফাক

তারিখ ... 16.10.79 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 2

032

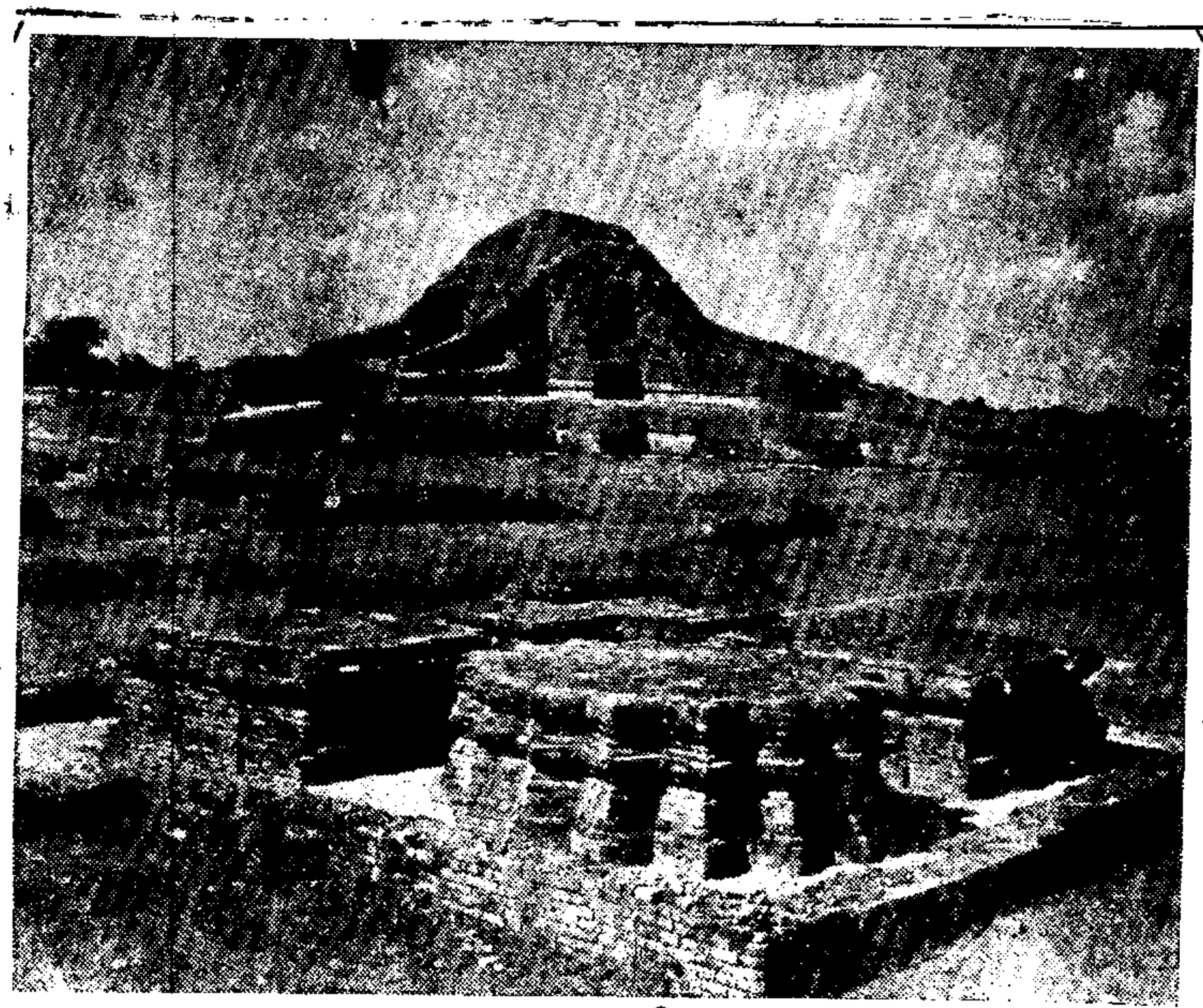

সোমপুর বিহার

বিলুপ্তির পথে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সোমপুর বিহার

(সৈয়দ আখতার ইউসুফ)

দীর্ঘ অবহেলা আর অযত্নের শিকার হইয়া দেশের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সুবিশাল সোমপুর বিহার (পাহাড়পুর) আজ বিলুপ্তির পথে। জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার জন্য এই সুদীর্ঘ সময়ে একটু একটু করিয়া কখন যে এই সুবৃহৎ বিহারের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত সুউচ্চ-সুদৃশ্য মন্দিরটির ভিত নড়বড়ে হইয়া গিয়াছে খোদ প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগও এতদিন উহা সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই।

বৃষ্টিপাত বা উক্ত বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত খনন এই জলাবদ্ধতার কারণ হইলেও লবণাক্ততার কারণ এখনও পর্যন্ত উক্ত বিভাগের নিকট অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।

এমতাবস্থায় শুধু যে মন্দিরটির ভিতই নড়বড়ে হইতেছে তাহা নহে, পাদদেশে স্থাপিত সুদৃশ্য কারুকার্যমণ্ডিত মূর্তিগুলিও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যাইতেছে। কারণ পানি ও লবণাক্ততার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ মন্দিরের পাদদেশ মজবুত করিয়া মাটিদ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেছে। তবে পরিদর্শকদের কৌতূহল নিবারণের জন্য সম্প্রতি কয়েকটি মূর্তি সযত্নে উঠাইয়া তথাকার যাদুঘরে নমুনা স্বরূপ রাখা হইয়াছে।

এ ব্যাপারে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগের পরিচালক ডঃ নাজিম উদ্দিন আহমদের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান: পঞ্চাশের দশকেই ব্যাপারটি গোচরীভূত হয় বটে, তবে এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করিবে বলিয়া ধারণা করা যায় নাই। তাই স্থানীয়ভাবেই প্রতিরোধের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরে ইউনেস্কোর সহায়তা চাওয়া হইলে এই পর্যন্ত ইউনেস্কোর তিন তিনটি মিশন বিভিন্ন সময়ে উক্ত স্থান পরিদর্শন করে। তন্মধ্যে ৬কটি মিশনের সুপারিশ অনুসারে সীমিত সম্পদের দ্বারা কিছু কিছু পদক্ষেপও গৃহীত হইয়াছে।

ডঃ নাজিম উদ্দিন আহমদের মন্তব্য: বিলুপ্তির হাত হইতে সোমপুর বিহারকে রক্ষা করিতে হইলে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সতর্কতার সহিত প্রণীত পুনরুদ্ধার কর্মসূচী অনুযায়ী অবিলম্বে কাজ শুরু করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে উক্ত কার্য পরিকল্পনায় ইউনেস্কোর নিকট হইতে প্রত্যাশিত কারিগরি ও আর্থিক সাহায্য ও সহায়তার কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উল্লেখ্য যে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পাহাড়পুরে সর্বপ্রথম খনন কাজ শুরু করা হয়। পর্যায়ক্রমে ১১ বৎসর খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত বিশাল সোমপুর বিহারের (পাহাড়পুর) ধ্বংসাবশেষ সমস্ত উপমহাদেশে আবিষ্কৃত বিহার

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

সোমপুর বিহার

(৩য় পৃঃ পর)

গুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। ইহা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৯২২ ফুট দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট প্রশস্ত ইহার চতুর্দিকে ১৭৭টি কক্ষ, বিস্তৃত প্রবেশপথ অসংখ্য নিবেদন স্তূপ, ছোট ছোট মন্দির, পুকুর এবং সংলগ্ন অন্যান্য নিদর্শনগুলি ছাড়াও আছে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুউচ্চ এই মন্দিরটি। এই বিশাল উঁচু মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে (উত্তর দক্ষিণ) ৩ শত ৬৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থে (পূর্ব পশ্চিম ৩ শত ১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। ইহা বিহারের চতুষ্কোণ অঙ্গনের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ভূমি পরিকল্পনায় ইহার আকার একটি ক্রসের মত এবং প্রতি বাহু 'প্রোজেকশন' যুক্ত। মন্দিরটি ধাপে ধাপে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে এবং চলাফেরার জন্য মন্দিরে প্রদক্ষিণপথ আছে। উপরের দুই ধাপে প্রদক্ষিণ পথগুলি আবার সমান্তরাল দেওয়াল দিয়া ঘেরা। ইহাছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে যাওয়ার জন্য উত্তরদিকে প্রশস্ত সিঁড়ির ব্যবস্থাও আছে। ইহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ৬৩টি প্রস্তর মূর্তি আছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার, বিশেষতঃ বার্মা ও জাভার মন্দির স্থাপত্যে সোমপুর বিহারের স্থাপত্য রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এই বিহারের বহির্ভাগের স্থাপত্য নিদর্শনগুলির মধ্যে দক্ষিণ দেওয়ালের সমান্তরাল ১০৫ ফুট দীর্ঘ ও ২৭ ফুট প্রশস্ত একটি খোলা মঞ্চ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

বিহারের দেওয়াল হইতে প্রায় ১৬০ ফুট দূরে দক্ষিণ পূর্ব কোণায় একটি স্নানঘাট আছে। স্নানঘাট হইতে প্রায় ৪০ ফুট দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত স্থাপত্য নিদর্শনটিকে স্থানীয়ভাবে গন্ধেশ্বরীর মন্দির বলা হয়। ইহা ছাড়াও আরও অনেক প্রত্নরাজিতে বিহারটি সমৃদ্ধ। নিয়মিত খননের ফলে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগ্রহ ১৯৫৬ ৫৭ সনে নির্মিত স্থানীয় যাদুঘরে রাখা হইয়াছে।

রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রাম বগুড়া ও রাজশাহী জেলার সীমান্তবর্তী এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুরগামী প্রধান শাখা লাইনের জামালগঞ্জ রেলষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

পাহাড়পুরের এই ধ্বংসস্তূপ বার্মা ও নেপালের বৌদ্ধমন্দিরের অনুরূপ পালযুগীয় কোন মন্দির বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই ধ্বংসস্তূপ ও তৎসংলগ্ন প্রত্নাবশেষগুলি ১৯০৪ সনের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন বলে তৎকালীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক ১৯১৯ সনে রক্ষিত হয়।